কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

শেবাচিম হাসপাতালে নিয়োগ

'অক্ষরজ্ঞান' নেই অথচ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ!

রফিকুল ইসলাম, বরিশাল ▷

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম তারিখ কত?; একটি সমকোণী ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের পরিমাপ কত?; দুটি সংখ্যার গুণফল ৩২, এদের একটি ২ হলে, অপরটি কত? এমন কঠিন ৭০টি প্রশ্নের মাত্র ৬০ মিনিটে উত্তর দিয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা। বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালের কর্মচারী নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষায়ও তাঁরা অংশ নিয়েছেন। হাসপাতালের অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) পদে তাঁদের নিয়োগ এখন সময়ের ব্যাপার। চাকরি প্রায় নিশ্চিত এমন সৌভাগ্যবানদের তালিকায় আছেন শেবাচিম হাসপাতালের প্রবেশপথের ফল বিক্রেতা আবদুল লতিফ, মিরাজ হোসেন, আল মামুন মুসাসহ বেশ কয়েকজন।

কালের কণ্ঠ'র অনুসন্ধানে জানা গেছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই তিন ফল বিক্রেতার সামান্য 'অক্ষর-জ্ঞান' পর্যন্ত নেই। যদিও নিয়োগের আবেদনপত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই অষ্টম শ্রেণি পাস বলে সনদ দিয়েছেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়স ৩০ উল্লেখ করা হলেও এদের প্রকৃত বয়স এরও বেশি। তিন ফল বিক্রেতার সোজাসাপটা কথা—'লিখিত পরীক্ষার বিষয়টি হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ভালো বলতে পারবেন।' অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল জলিলের দুই স্ত্রীও অফিস সহায়ক পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া গেলেও বয়স ৩০ পেরিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই আবদুল জলিল বলছেন, 'এটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়।'

জানা গেছে, শেবাচিম হাসপাতালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৫টি পদের বিপরীতে ১৭২ জন নিয়োগের জন্য ২০১৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। হাসপাতালের তৎকালীন পরিচালক ডা. মু. কামরুল হাসান স্বাক্ষরিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ওই বছর ২২ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়। সে অনুযায়ী প্রায় ১০ হাজার প্রার্থী আবেদন করেন। যাচাই-বাছাই শেষে ৯ হাজার ৩৬৫ জনকে লিখিত পরীক্ষার জন্য কার্ড পাঠানো হয়। চলতি বছরের ২৯ মে এমসিকিউ পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) ৬৭টি পদের বিপরীতে ৩০২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। লিখিত পরীক্ষায় অফিস সহায়ক পদে সবচেয়ে বেশি উত্তীর্ণ হয়েছে।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ওই তিন ফল বিক্রেতা ছাড়াও হাসপাতালের পথ্য সরবরাহকারীর (ঠিকাদার) সহকারী অজিৎ চন্দ্র, ওয়ার্ড মাস্টার জসিম উদ্দিনের শ্যালিকা ফারজানা বেগম, বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সচালক সুমন ভুঁইয়া, হাসপাতাল এলাকার বখাটে গালকাটা মামুন উত্তীর্ণ হয়েছেন। ওই তালিকায় প্রশাসনিক কর্মকর্তার দুই স্ত্রীও রয়েছেন। আবদুল জলিলের প্রথম স্ত্রী নাসিমা হক ডেইজি। তাঁদের মেয়ে গাইবান্ধা নার্সিং কলেজে অধ্যয়নরত। দ্বিতীয় স্ত্রী সালমা বেগম। তাঁরা দুজনই উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের বয়স নিয়ে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর থেকে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর পর থেকেই বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। হাসপাতালে কর্মরতরা বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এ প্রতিবেদকের সঙ্গে মঙ্গলবার সকালে কথা হয় ফল বিক্রেতা আবদুল লতিফ, মিরাজ হোসেন, আল মামুন মুসার সঙ্গে। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল লেখাপড়া জানেন না অথচ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন—এটা কিভাবে সম্ভব? তাঁরা বলেন, 'মোরা দস্তখাত করতে পারি। আর পরীক্ষা কেমন হইছে হে স্যারে ভালো জানে (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)। হের সাথে কথা কন।'

এ প্রসঙ্গে আবদুল জলিল বলেন, 'একটি ফলন্ত গাছ (চাকরি নিশ্চিত) এভাবে কেটে ফেলবেন! এটা কোন ধরনের সাংবাদিকতা।' ফল বিক্রেতাদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সম্প্রতি আমি বরিশালে যোগদান করেছি। কারো সঙ্গে আমার চেনাজানা নেই। পরিচালক স্যারের কাজ (নিয়োগ) নিয়েই ব্যস্ত থাকি। কাজের চাপে পরিচিত হওয়ার সুযোগ কই?' স্ত্রীদের প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা ব্যক্তিগত বিষয়।'

এ ব্যাপারে হাসপাতালের পরিচালক ও নিয়োগ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. নিজামউদ্দিন ফারুকের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর প্যারারা রোডের ব্যক্তিগত চেম্বারে গিয়ে এ প্রতিবেদক সাক্ষাৎ চেয়েছেন। কিন্তু তাঁকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়। এর পরও তিনি সাক্ষাৎকার দেননি। বুধবার দুপুরে মৌখিক পরীক্ষার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাংবাদিকদের এড়িয়ে গেছেন।

বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ ম ইমানুল হাকিম কালের কণ্ঠকে বলেন, প্রশ্নের ধরন আর সময় বণ্টনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এলে খুব কঠিন প্রশ্ন হয়েছে। অষ্টম শ্রেণি পাস একজন পরীক্ষার্থীর পক্ষে এক ঘণ্টায় পরীক্ষায় পাস করা অসম্ভব প্রায়। তা ছাড়া পড়ার ধারাবাহিকতা না থাকলে ওই সময়ের মধ্যে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।